দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ...27 NOV 19...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 7 ...

জনমত

ইডেন কলেজ

ইডেন কলেজ মহানগরীর অন্যতম বৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এখানে কয়েক হাজার ছাত্রী বিভিন্ন স্তরে পড়াশোনা করছে। অথচ এই কলেজের অভ্যন্তরে কি হচ্ছে, তা বাইরের মানুষ জানার সুযোগ পায় না। যখন সারা পৃথিবীতে নারী মুক্তির সোচ্চার দাবী উঠেছে, তখন এই প্রতিষ্ঠানে চলছে মেয়েদের উপর আইনের নামে সামন্ত-যুগীয় অত্যাচার। কলেজ কর্তৃপক্ষ অহেতুক ও অপ্রয়োজনে মেয়েদের উপর নিতানতুন আইন জারি করে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছেন। একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে মেয়েদের বাধ্য করা উচিত নয় বলেই মনে করি। অথচ সেখানে পড়াশোনার চাইতে মেয়েদের ব্যক্তিগত সাজ-পোশাক নিয়েই বেশি মাথা ঘামান কলেজ কর্তৃপক্ষ। তাদের আবিষ্কৃত নিয়মের তালিকায় আছে ঃ

(১) হলের বাইরের কোন মেয়েকে বিশেষ প্রয়োজনেও হলে প্রবেশ করতে না দেয়া।

(২) একবার কলেজের গেটের ভেতর পা দিলে কোন অবস্থাতেই দুপুর ২টার আগে বেরোতে না দেয়া।

(৩) পোশাক ও অ্যাসেম্বলীর ব্যাপারে বাধ্য করা।

যেহেতু এই প্রতিষ্ঠানে এইচএসসি থেকে মাস্টার ডিগ্রী পর্যন্ত বিভিন্ন বিভাগ আছে, তাই বিভিন্ন বিভাগের ক্লাস বিভিন্ন সময় শুরু ও শেষ হয়। অনেকের ক্লাস তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। তারপরও দুপুর ২টা পর্যন্ত গেটে তালা ঝুলিয়ে রাখার কি যুক্তি থাকতে পারে? কোন মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেও তাকে বেরোতে দেয়া হয় না। দুপুর ২টায় অধিকাংশ অফিস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছুটি হয়। ফলে, তখন যানবাহনের মারাত্মক সংকট দেখা দেয়। সে জন্য যার যার ক্লাস শেষে সুবিধামত বাড়ি ফিরতে পারলে যানবাহনের ভিড় কমে এবং যাতায়াতের সুবিধা হয়।

যথেষ্ট ম্যাচিউর এবং সিনিয়র মেয়েদের সাথে কিন্ডারগার্টেনের শিশুদের মত ব্যবহার করা নিতান্তই লজ্জাজনক। একজন ছাত্রীর যদি কলেজে প্রবেশ করার এবং কলেজ থেকে প্রয়োজনমত বেরিয়ে যাওয়ার মত স্বাধীনতাটুকুও না থাকে সেই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা নিয়ে ছাত্রীরা কিভাবে প্রগতির পথে অগ্রসর হবে? ছাত্রীদের পেছন ব্লাড হাউন্ডের মত লেলিয়ে দেয়া চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অশালীন ব্যবহার কেন মেয়েদের সহ্য করতে হবে?

ছাত্রীদের ব্যক্তিগত পোশাক ও সাজসজ্জা ইত্যাদি নানা ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ছাত্রীদের কাছে অসহনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের মনগড়া আইনের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের অভিযোগ জানানোর উপায় নেই। এসব কারণে এ কলেজে প্রবেশ করা মাত্রই মনে হয় এ যেন ইডেন কলেজ নয়—ইডেন নামের কারাগার। এর এ অবস্থার অবসান অবশ্য কাম্য। আর এ জন্য আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ আশা করছি।

—নাজিরা
ইডেন কলেজ, ঢাকা।

১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষ (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তির জন্য এবার প্রায় ২৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রী আবেদন করেছিল। গত বৎসর এ ক্লাসটিতে ৭০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। এই বছর কর্তৃপক্ষ নানা কারণ ও হলের সিটের সমস্যা দেখিয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করেছেন মাত্র ৩৫০ জন। শিক্ষার হার ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি বাড়ানো উচিত। কিন্তু এ বছর এ বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়েছে তার বিপরীত অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানো হয়েছে অর্ধেক। উল্লেখযোগ্য যে, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর পেছনে ব্যয় করা হয় প্রায় ৩ গুণ বেশী। কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে বৈকল্পিক ব্যবস্থায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও কিছু ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করতে পারেন। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তাদের সমস্যা কিছুটা লাঘবে বাধ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো কিছু ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

মিলন,
২য় বর্ষ মৃত্তিকা বিজ্ঞান,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।